প্রাণ
চাচা চৌধুরী আর রাকার চ্যালেঞ্জ
ডায়মণ্ড কমিকস্
DB-133 Rs. 15.00
U.S. $ 0.45
Boighar.com
boighar

চাচা চৌধুরী
রাকার চ্যালেঞ্জ

শহরের রাস্তা দিয়ে একটা বিদেশী গাড়ী ছুটে চলছিল।

দশ বছরে সবকিছু কত বদলে গেছে।

এটাই সেই জায়গা, যেখানে বহুবছর আগে আমি আশ্রয় নিতাম।

রুস্তম মিঞা!

ঠিক চিনতে পারলাম না তো?
বাবা! আমি জরিরা... রাকার ছোট ভাই।

মনে পড়েছে।
আমার দাদা কোথায়? আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

আমরা দুভাই বিষ্ণু শেঠের পুরো পরিবারকে খুন করার পর পুলিশ আদাজল খেয়ে আমাদের পেছনে পড়েছিল।

আমি বিদেশে পালিয়ে গেলাম, কিন্তু দাদা এখানেই রয়ে গেল।
নাও মিয়া, ভাত খাও।

তোমার দাদা কিছুদিন পালিয়ে থাকার পর একদিন পুলিশ তাকে ঘিরে ফেলল।

" ও এক বৈদ্য চক্রাচার্যের বাড়ীতে ঢুকে পড়ে। বাঁচার কোন রাস্তা না দেখতে পেয়ে তোমার দাদা বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করতে চাইল।
এটা খেয়োনা।

বৈদ্য! আমি তোমাকে মেরে ফেলব।

আসলে ওটা বিষ নয়, একটা অদ্ভুত ওষুধ ছিল - ওটা যে খাবে তাকে শুধু কিশোর আকারেই বানিয়ে দেয়নি, অমরও করে দিয়েছে।

হো! হো!

"তোমার দাদা যখন মারধোর আর খুনোখুনি শুরু করল, তখন চাচা চৌধুরী ওকে ধরার চেষ্টা করল......
এই আতংককে শেষ করা উচিত।
সাবু! আমি তোকে কুড়ুল দিয়ে কেটে ফেলব।
"কিন্তু সাবুর শক্তির সামনে রাকা হার মানল।"
আ-আহ হ! আমার হাত!
তারপর চাচা চৌধুরী আর সাবু তোমার দাদাকে কোথায় বন্দী করে রেখেছে, কেউ জানে না।
যারা আমার দাদাকে এত কষ্ট দিয়েছে, আমি ওদের শেষ করে দেব।

ওই জার্মান গাড়ী যদি উড়তে পারত, তাহলে আমি আমার দাদার শহরের কাছে তাড়াতাড়ি পৌঁছতে পারতাম।

চাচা চৌধুরী, তোমার মত বোকা আমি জীবনে দেখিনি। বৃষ্টি পড়ছে, আর তুমি ছাতা খোলনি?

মলজী! আপনি কিটু-কাটাকে ছাতা দিয়ে বুদ্ধির পরিচয় দেননি।
সাবু! তুমি একটু পরেই সব জবাব পেয়ে যাবে।
আহাহ্! ছাতার রংটা কাঁচা ছিল, জলে ধুয়ে গেছে।
চৌধুরী! দ্যাখো, তোমার ছাতা আমার কি অবস্থা করেছে?
হা! হা!!
আমি জানতাম ছাতার মান ভাল নয়।
আমি জগিং করতে যাচ্ছি।
আমি ছাতাটা দোকানদারকে ফেরত দিয়ে আসি।

খোলা বাতাসে
দৌড়নো একটা
ভাল ব্যায়াম।

সাবু! দাঁড়াও!
রেলুপেলু, ইঞ্জিন ড্রাইভার! কি হয়েছে?

একটা রেলওয়ে ইঞ্জিন লাইন থেকে বেরিয়ে গেছে। তুমি আমাকে কাঁধে চাপিয়ে কাছের কোন টেলিফোন বুথ পর্যন্ত নিয়ে চল, যাতে আমি খবর পাঠিয়ে ক্রেন আনাতে পারি।

ক্রেনের কোন দরকার নেই। আমিই ইঞ্জিনকে লাইনে বসিয়ে দিচ্ছি।

সাবু গায়ের সর্ব শক্তি একত্র করল আর......
উ - উবা !!

আহ হ হ!!

অদ্ভুত! সত্যিই সাবু পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষ।

এই বোমটা ইন্ডিয়া গেটকেও ধুলো করে দিতে পারে।
সর র রাট!
?
কড় ড় ড়ম!
লম্বু! এ শক্তিশালী বোমটা দিয়ে আমি তোকে মারতে পারতাম। কিন্তু আমি তা করিনি! কারন তুই মারা গেলে কে আমাকে আমার দাদা বাকার খোঁজ দেবে?

দ্যাখো, যেখানে বোম পড়েছে, ওখানে গভীর গর্ত হয়ে গেছে, যদি তুমি বেঁচে থাকতে চাও, তাহলে বল রাকা কোথায়?

ছুঁচো! তুই নিজের দাদার সঙ্গে দেখা করতে চাস? আমি তোকেও ওখানে বন্দী করে দিচ্ছি, যেখানে তোর দাদা আছে।

দাঁড়াও! আমার কাছে আরও একটা বোম আছে। ওটা তোমাকে গুঁড়িয়ে দেব।

ছুঁচো! তুই আমাকে ঘুষ দিচ্ছিস? তোকে আমি শিক্ষা দেব।
এক পাও এগোলে আমি তোমাকে বোম মেরে উড়িয়ে দেব।
সর বা ট!
কড়াক!
ধন্যবাদ চাচাজী!

আমার মনে হচ্ছে রাকাকে ছাড়াবার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে। ও যদি ছাড়া পায়, তবে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আবার অশান্তি দেখা দেবে।

ওই ভয়ঙ্কর কোথায় বন্দী হয়ে আছে সেটা মাত্র তিনজন লোকই জানে। সাবু তুমি, আমি আর গুরু প্রামঘোষ।

রকেট! আমি বুঝতে পেরে গেছি যে, তোমার মনিব বাড়ী ফিরছে।
ভৌ! ভৌ!!

বি. বি. থাবা
টাউন প্ল্যানার
ভদ্রমহোদয়গন! কোম্পানীর নতুন প্ল্যান তৈরী করার জন্য আজকের এই বোর্ড মিটিং ডাকা হয়েছে।

শহরের উত্তর-পশ্চিমে এক গভীর জঙ্গল আছে। আমাদের টাউন টাইন কোম্পানী সেই জঙ্গলটাকে সস্তায় কিনে নিয়েছে।

শহরে বাড়ীর খুবই অভাব। সেই জঙ্গলের জায়গায় এক নতুন শহর গড়ে তোলা হবে। প্লট বিক্রী করে প্রচুর লাভ হবে।

টাউন টাইন
কন্সট্রাকশন কোম্পানী

কিন্তু চেয়ারম্যান সাহেব! সরকার কি অনুমতি দেবে? ঐ জঙ্গলটাকে গ্রীন বেল্ট হিসাবে ঘোষনা করা হয়েছে।

টাউনশিপের অনুমতি পাওয়া আমার কাছে। আমরা কি মন্ত্রীদের নির্বাচনে লাখ-লাখ টাকা চাঁদা দিই না?

জোগা! জঙ্গলটা সাফ করতে কত দিন লাগবে?

এক সপ্তাহে, স্যার!

যতটা ভেবেছিলাম, জঙ্গলটা তার চেয়েও গভীর !

গুরু সামবোর্ষ ঝুপড়ি থেকে বেরিয়ে এল।
কে এল জঙ্গলের শান্তিভঙ্গ করতে ?

দাঁড়াও! তুমি এভাবে গাছ ওপড়াতে পারো না।
বুড়ো! পেছনে সরে যা!

ধড়াকক!
আহহ!

ঐ বড় গাছটায় 'কর্ক' কেন লাগানো রয়েছে ? ওটাকে ওপড়াই।

গর্ র্!
গাছটা প্রচন্ড মজবুত। নড়ছেই না। হর্স পাওয়ার বাড়াতে হবে।

জোজো বুলডোজারের সমস্ত হর্স পাওয়ার লাগিয়ে দিতেই শেকড় উপড়ে আসতে লাগল।

পেরেছে। বাকী গাছগুলো ছোট-ছোট! ওগুলো উপড়াতে কষ্ট হবে না।

বড় গাছটার জায়গা থেকে এই পুঁটলিটা বেরিয়েছে। প্রাচীন যুগে রাজারা পুঁটলি করে ধন-দৌলত লুকিয়ে রাখত।

এটাকে খুলি। এর ভেতরে হয়তো হীরে-জহরত হবে।

আহ্ হ হ!
?
বহুদিন পর তাজা হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিলাম।
তুমি? তুমি কে?
রাকা!
আমি তোমাকে মেরে ফেলব।
কিন্তু আমি তোমাকে মুক্তি দিয়েছি।
তাহলে তোমার প্রানভিক্ষা দিলাম।

ভুলেও আর কোনদিন এই জঙ্গলের দিকে আসব না।

এবার খাবার কিছু খুঁজতে হবে। প্রচণ্ড খিদে পেয়েছে।

খেরুমল! মেয়ের বিয়ে বলে কথা! খাবারগুলো যেন সুস্বাদু হয়।
চিন্তা করবেন না। বরযাত্রীর দল আঙুল চাটবে।

কাজ হয়েছে। সুস্বাদু খাবারের গন্ধ আসছে।

আমি ক্ষুধার্ত ! আমাকে খেতে দাও।

লজ্জা করেনা তোমার? এবাড়ীর মেয়ের বিয়ে আজ।

রোশনলাল! ফোর্স নিয়ে আমার সঙ্গে চল।

এক আসামীকে ধরতে হবে। ও বিয়েবাড়ীতে বেশ কয়েক-জনকে মেরে ফেলেছে।

গাড়ি ঐ মোড়ের মাথায় স্টপ করাও।

পুলিশের হাতে ধরা দাও।
আমি খাবার সময় বিঘ্ন পছন্দ করি না।

মশাই দল! ভাল চাও তো চুপচাপ এখান থেকে কেটে পড় ।

বকবকানি শোনার সময় নেই। উঠে পড় আর আমার সঙ্গে চল।

তোকে চুপ করানোর এটাই একমাত্র রাস্তা !

তড় ট্ ট্!!
ওর ওপর গুলি কাজ করছে না!

তোদের সব পটকা শেষ হয়ে গেছে। এবার মরার জন্য তৈরী হ ।

পোকামাকড়দের মরে যাওয়াই ভাল।
আউ ঘঁ!
ওয়াহ্!
আরে.র.র! এ কী করছ? এটা সরকারী জীপ।
এবার ওই খেলনাটাকে ভেঙে ফেলব।
যাও!
সঁ.ব.বা.ৎ!
ওয়োহ্!

এগিয়ে দেখি শহরের অন্য এলাকার লোকেরা কেমন ?

রাস্তাটা খুব চেনা-চেনা লাগছে! আমার অনুপস্থিতিতে সব কিছু বদলে গেছে।

আরে! ও তো আমাদের পুরোন বন্ধু রাকা মনে হচ্ছে!
পোঁ! পোঁ!

রাকা! বন্ধু আমার! দাঁড়াও!

জাগ্গু পকেটমার ?
হ্যাঁ! সেইদিনগুলো কত ভাল ছিল, যখন আমরা একসঙ্গে বসে তাস খেলতাম। তোমার শরীর এখন বিরাট বড় হয়ে গেছে।

আমি একটা কাজ পেয়েছি! এক বিখ্যাত অভিনেতাকে অপহরণ করতে হবে। এক লাখ টাকা পাওয়া যাবে।
আগেই! আমি ছোটখাট কাজ করিনা! ওতে আমার অপমান হয়।

মনে আছে একবার আমি লুকিয়ে জেলে তোমাকে করাত সাপ্লাই করেছিলাম, যার সাহায্যে তুমি জেলের গরাদ কেটে পালিয়েছিলে?

ঠিক আছে বাবা! তোমার কাজ হয়ে যাবে।
এই তো ভালো ছেলে।

আমার এখন ঘুম পাচ্ছে। তুমি এখন যাও। কাল কথা হবে।

রাত হল। চৌকিদার আর কুকুর ছাড়া সবাই ঘুমিয়ে পড়ল।
জাগতে রহো!

পরের দিন একটা মূল্যবান গাড়ীকে শহরের গলির মধ্যে দিয়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা গেল।
ড্রাইভার! সামনের মোড়ের মাথায় গাড়ী দাঁড় করাও।

রাকা! ফিল্ম প্রোডিউসার ব্রো এসে গেছে।
ভোট

শেঠ, তোমার কাজ রাকা করে দেবে।
এই কাজ চুপিচুপি হওয়া চাই! ওকে কি বিশ্বাস করা যায়?

পুরোপুরি! কাল সূর্য উঠবে কিনা জানিনা, কিন্তু রাকা যে কাজ হাতে নেয় – তা করে দেখায়।

শেইম ব্রো! তুমি তোমার ফিল্মেরই নায়ককে কেন অপহরণ করছ?
তুমি কোনদিনও বিজনেসে টাকা খাটাওনি।

আমার ফিল্মে কয়েক কোটি টাকা লেগেছে। তাই ওটা হিট হওয়াটা খুবই জরুরী। ও না হলে আমাকে বাটি হাতে ভিক্ষে করতে হবে।

নায়ককে অপহরণ করলে সারাদেশে হৈ-চৈ পড়ে যাবে। সবাই নিজেদের প্রিয় তারকাকে দেখার জন্য সিনেমা হলে ছুটবে।

ফিল্ম হিট হয়ে পড়বে আর আমার কয়েক কোটি টাকা লাভ হবে।

ব্রো! সত্যিই তুমি এক কুশল ব্যবসায়ী! নিজে কয়েক কোটি টাকা হজম করতে চাও আর আমাদের দিচ্ছ মাত্র এক লাখ?
আরে র.ব.! কুড়ুলটা সরিয়ে নাও।

ঠিক আছে! ফিল্ম থেকে যা লাভ হবে, তার দশ শতাংশ দেব।

ফিলমস্টার জান খাঁ! ওকে এখন টেনিস কোর্টে পাবে।

HOTEL
এসো রাকা! জান খাঁ ওখান থেকে কেটে না পড়ে!

টেনিস কোর্টে।
জান খাঁ তুমি তো ভালই খেল দেখছি। পরের বছর উইম্বলডন খেলবে?

ঐ লম্বা চুলের যুবকটাকে দেখছ? ও হল আমাদের ভাগ্যের তারা!
আমি ভেতরে ঢুকছি।

জন খাঁ-র বডিগার্ডের দল।
দাঁড়াও! তুমি ভেতরে যেতে পারো না!

ধড়াক্ক!

ওয়াহ!
ফটাক্!
ছুঁচোর দল! সরে যা!

তুমি টেনিস কোর্টের ভেতরে কি করে এলে? কেউ তোমাকে আটকায়নি?
তোমার জুঁচোরা বাইরে লুটিয়ে আছে।

এর ফল তোমাকে ভুগতে হবে।
এটা ফিল্ম নয়, বাস্তব! ঢোকো থলেতে।

কেউ বাঁচাও! ও জান খাঁ-কে থলেতে পুরে নিয়ে যাচ্ছে।

পরের দিন সকালে-
দৈনিক সংবাদ
সুপার হিট নায়কের অপহরণ

... লিখছে যে, এক লম্বা-চওড়া লোক অভিনেতা জান খাঁ-কে থলেতে পুরে নিয়ে গেছে। পুলিশ এখনও কোন সূত্র পায়নি।
কি?

অনুসূয়া! তুমি কাপ-প্লেট ভেঙে ফেললে?
আমি জান খাঁ-র ভক্ত। আজই ওর ফিল্ম দেখব।

আমি জান খাঁ-র ফিল্ম দেখতে যাচ্ছি।
আমিও। ও দারুণ অভিনয় করে।

তুফান জান খাঁ
হাউস ফুল
ব্ল্যাকে পঞ্চাশ টাকা.. ব্ল্যাকে পঞ্চাশ টাকা...

একটু দূরে।
চাচী! খিদে পেয়েছে!
আমি পাশের বাড়ী যাচ্ছি! ফিরে এসে খেতে দেব।

আহা! চমৎকার! ভেতর থেকে সুস্বাদু হালুয়ার সুগন্ধ আসছে!
সাবু! কিছুক্ষণ ধৈর্য ধর! তোমার চাচী ফিরে এলে তোমাকে হালুয়া খেতে দেব।

আরে অত ধৈর্য কার আছে? আমি রান্না-ঘরের পেছন-দিকের জানলার কাছে যাচ্ছি।

আহা! ঐ যে হালুয়া।

আঁউ উঃ!

আমার হাত পুড়ে গেছে!

আমি তোমাকে ধৈর্য ধরতে বলেছিলাম।

এখন জ্বলুনি কিছুটা কমেছে।

চাচা চৌধুরী! দাঁড়াও! তোমার সঙ্গে কথা আছে।
ফিল্ম প্রোডিউসার জাবাফ সরাফ!

ওদিকে
রাকা! আমার ফিল্ম 'তুফান' সারাভারতে তুফান তুলেছে!

এই হল লাভের টাকার তোমার অংশ!

রাকা! যতদিন আমার ছবির 'সিলভার জুবিলী' না হচ্ছে, ততদিন যেন জান খাঁ বন্দী থাকে।
ব্রো শেঠ! চিন্তা কোরনা। জান খাঁ এই থলেতে ততদিন বন্ধ থাকবে, যতদিন না তোমার ছবির 'ডায়মণ্ড জুবিলী' হচ্ছে!
তাহলে তুমি খুব শিগগিরী আরও টাকা পাবে।
ওদিকে
চাচা চৌধুরী! আমার ফিল্ম 'নাচো আর বাঁচো'-র ৭৫ ভাগ তৈরী হয়ে গেছে, কিন্তু কেউ ছবির নায়ক জান খাঁ-কে অপহরণ করে নিয়েছে।
যে তোমার ছবির নায়ককে অপহরণ করেছে, তার বর্ণনা দাও জরাফ শরাফ।
ঘটনাস্থলে উপস্থিত লোকেরা বলছে ও একজন বিশালকায় হৃষ্টপুষ্ট লোক ছিল।

সবচেয়ে অদ্ভুত ব্যাপার পুলিশের গুলিতে ওর কিছুই ক্ষতি হয়নি।
ও সব রাকার সঙ্গে মিলে যাচ্ছে, সাবু! ভাল হয়েছে তুমি ফিরে এসেছ। চল আমার সঙ্গে!
মনে হচ্ছে রাকা ছাড়া পেয়ে গেছে।
রাকা! ঐ অম্বিলেতা কোথায়?
এই প্রশ্ন করার সাহসের জন্য আমি তোমাকে গুলি করে উড়িয়ে দেব।

সাবু তৎক্ষণাত ঝুঁকে পড়ল।
ড়ড়ড় ড় ড় ড়!
রাকা! তোমার বন্দুক ধর, ওটা নীচে পড়ছে।
কিন্তু রাকার হাত বন্দুক পর্যন্ত পৌঁছবার আগেই সাবুর লোহার মত হাত রাকার ওপর পড়ল।
আহ্ হ!

দাঁড়াও!
আমি তোমার শরীর গুলি করে ঝাঁঝরা করে দেব।

যাঙ!
এখন পাগড়ীর ওপর রাগ দেখিয়ে কি হবে ?
চল আস্গর! ওদের পরে দেখে নেব।
এই থলেটা অস্বাভাবিক লাগছে। ওটা খোলা উচিত।
ফিল্ম অভিনেতা জান খাঁ ?
থলের ভেতর দম বন্ধ হয়ে মারা গেছে।

'তুফান' ছবি ভাল পয়সা কামাচ্ছে।
আমি সেদিনের অপেক্ষায় আছি, যেদিন আমার ছবি বক্স অফিসে হিটের রেকর্ড করবে।

যদি তুমি জেলের বাইরে থাক, তবেই না? শেঠ ব্লো! আমি তোমাকে অভিনেতা জান খাঁ-র খুনের ষড়যন্ত্র করার অপরাধে গ্রেপ্তার করছি।

খাবার খেয়ে নাও, শতাব্দী!
আমার মুড ভালো নেই। আমি খাবনা! জান খাঁ মারা গেছে।

প্রোডিউসার জরাফ শরাফ।
আমি দেউলিয়া হয়ে গেছি। আমার বই পুরো হল না।

চাচাজী! আপনি কি ভাবছেন?
রাকাকে কি করে কাবু করা যায়?

তোমরা সকলেই কোথায় চলে গেছিলে? তোমাদের জন্য হালুয়া তৈরী হয়ে গেছে।
ওটা কি ঠান্ডা হয়েছে?
চাচাজী! রাকাকে ধরে অন্তরীক্ষে পাঠিয়েছিলে কেমন হয়? আর পৃথিবীতে ফেরার জন্য এমে কোন যানও দেওয়া হবে না।
মন্দ বলোনি!
কিন্তু ঐ কায়েমনকে অন্তরীক্ষে যানে চড়াব কি করে? তার চেয়ে এমন কিছু করা যাক, যাতে ও লুটপাট করতে না পারে।
পেট্রোল ভরা একটা ট্যাঙ্কার তীব্র গতিতে যাচ্ছে।
জোগা সিং! আমার ক্ষেতে যে গম উৎপন্ন হয়, তার দানা বাদামের মত বড় হয়।
ইন্ডিয়ান অয়েল
আর আমার মোষ একেক বারে কুড়ি লিটার করে দুধ দেয়।
অমর সিং! আসলে ম্যাংগো, ধ্যাকসিকেট না হয়ে যায়।

আগাহ! সবার আগে চাচা চৌধুরী আর সাবুর ব্যবস্থা করতে হবে।
বুঝে গেছি, ওস্তাদ!

ওরা দুজনে না থাকলে আমরা বিনা বাধায় লুটপাট করতে পারব।

বাচালে ড্রাইভার জ্ঞান সিং রাকাকে দেখতে পেল না আর.....
ধড়াক্ক!
ইণ্ডিয়ান অয়েল

আশপাশে কোন পুলিশ নেই। গাড়ী ছুটিয়ে কেটে পড়।
ইণ্ডিয়ান অয়েল
রাকা! তুমি ঠিক আছ তো?

আমি ঐ ড্রাইভারকে শাস্তি দিতে যাচ্ছি।

রাকা আগুন ছুঁড়ল।

ইণ্ডিয়ান অয়েল

আ.... আগুন !

আমি এরকম দৃশ্য আগে কখনো দেখিনি।

কড় ড় ড় ম ম!

পেট্রোল ট্যাঙ্কারটা ধ্বংস হয়ে গেল।

এত ভীড় কেন এখানে? আমার রাস্তাটা একটু ছেড়ে দাও!

ধড় ক্‌ক্‌!

পরের স্টপেজে আমি নামব।
এটা এক্সপ্রেস বাস। সামনের স্টপেজে থামবে না।

যাও!
রানা বড় গাছটাকে রাস্তার দিকে ছুঁড়ে দিল।

ধড়া কড়!
পালাও!
হো! হো!!
পালাও!

হ্যালো, পুলিশ ফ্লাইং স্কোয়াড? একজন বিশাল লোক গাছের চোটে রাস্তার সব গাড়ীকে ধ্বংস করে দিচ্ছে।

আপনার অভিযোগ তুলে নেওয়া হয়েছে। আমরা ফ্লাইং স্কোয়াড পাঠাচ্ছি।

পুলিশ বাহিনী রওনা হল।
যে খবর দিয়েছিল, সে ওই রাস্তাটার কথা বলেছিল।
ওদিকে চল।
পুলিশ

গাড়ী দাঁড় করাও। আসামী সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

এক-এক করে সব পুলিশ নেমে এল।
পুলিশ

তোমাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে। আত্মসমর্পন কর।

পালাবার চেষ্টা করলে প্রাণে মারা পড়বে।
দেখা যাক কে পালায় ?

রাকা একটা ভারী পাথর তুলে নিল।
এটা কাজে আসবে।

তোমরা এবার মরতে চলেছ।

ফায়ার!

ধাঁয়!
ধাঁয়!!
ধাঁয়!!!
গুলিতে ওর কিছুই হচ্ছে না।

রাকা সর্বশক্তি দিয়ে পুলিশ বাহিনীর ওপর পাথর ছুঁড়ল।
আ্যা হ!

পুলিশবাহিনী চাপা পড়ল।
আহ্ হ্!

মন্ত্রীমশায় জরুরী মিটিং ডাকলেন।
রাকা নামের এক ডাকাত গত কয়েক-দিন ধরে প্রচুর নির্দোষ লোককে খুন করেছে এবং প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট করেছে।

তাই আমরা ভেবেছি যে, মিলিটারী ট্যাংক এবং বোম দিয়ে ডাকাতকে শেষ করে দেওয়া যাক।
কিন্তু স্যার! লোকালয়ে বোমা বর্ষণ করলে জনসাধারনের ক্ষতি হবে।

খবর এসেছে যে, রাকা এক নর্তকী মুন্নীবাঈ- এর প্রেমে পড়েছে। সেই সুন্দরী মহিলা আমাদের সাহায্য করতে পারে।
ঠিক আছে।

একজন লোক রাকাকে খবর দিল।
ওস্তাদ! মুন্নীবাঈ শহরের বাইরের মাঠে তোমার জন্য অপেক্ষা করছে।
সত্যি? আমি এখুনি ওখানে পৌঁছচ্ছি।

মুন্নীবাঈ! তুমি জান না, আমি তোমাকে কত ভালবাসি। আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই।

তুমি এতদিন পর দেখা করতে এলে, তাও খালিহাতে?

তুমি বললে দুনিয়ার সব দৌলত তোমার পায়ে এনে দেব।

তুমি শুধু ঐ ফুলের মালা তৈরী করে দাও।

গাড়ী জোরে চালাও!
বেইমানী! মুখপোড়া! আমি তোমার চুল ছাড়িয়ে তা দিয়ে রুমাল বানাব!

যদি তুমি বেঁচে থাক, অবশ্যই!

স্যার! ঐ লোকটাকে জ্যান্ত ধরলে কেমন হয়? চিড়িয়াখানার বাচ্চারা ওকে দেখে আনন্দ পাবে।
ওকে শেষ করে ফেলার হুকুম আছে।

ট্যাংকের গোলা রাকসর বুক ফুটো করে বেরিয়ে গেল।
ধাঁয়!

গুলি রাকার শরীর ফুটো করে বেরিয়ে গেলেও ও এগোতে লাগল।
ধাঁয়!
আমি ঐ সব টিনের খেলনাগুলোকে নষ্ট করে দেব।

বড় ড় বুম ম!
রাকার এগোন থেমে গেল।

ও টুকরো-টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ল......

হো! হো!!
... কিন্তু পর মুহূর্তেই টুকরো গুলো ফিরে এসে জুড়ে গেল।

রকম কেন হল ?
কারণ রাকা অমর! ও বৈদ্যরাজ চক্রমাচার্যের ওষুধ পান করে রেখেছে

এবার তোদের মরার সময় ঘনিয়ে এসেছে!

তখনই এয়ারফোর্সের বিমান বোমা বর্ষণ করল।
সর রাট!

কড় ড় ড় ড় ডমর!

টুকরোগুলো আবার জুড়ে গেল এবং রাকা স্বমূর্তিতে ফিরে এল।
তোদের সব গোলাবারুদ ব্যর্থ হবে।

জেট বিমানের পাইলট।
ওর ওপর আবার আক্রমণ করা উচিত।

জেট দ্রুতগতিতে ফিরে এল এবং লক্ষ্যের ওপর বোমাবর্ষণ করল।

কড়াক!

কেবল কয়েকটা বিমান পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা খেল।

ওদিকে—
চাচাজী! আমি পাথরের চাঁইতে শেকল পুঁতে দিয়েছি। কিন্তু এটা কোন কাজে লাগবে?
এটা রাকাকে ধরে রাখবে, সাবু!

রাকাকে পাথরের সঙ্গে বাঁধার জন্য কি করে ওখানে আনা হবে ?
ও নিজেই আসবে।
ও যা পেতে চায়, আমাদের না মেরে ও তা পেতে পারে না।
ওদিকে—
রাকা! আমাদের কিছু একটা বড় কাজ করা উচিত। তোমার কাছে যা শক্তি আছে, তা দিয়ে তুমি গোটা পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পার।
বিশ্বের সব নেতারা সংযুক্ত রাষ্ট্রসঙ্ঘে মিলিত হবে। আমরা যদি ওদের বন্দী করে নিই, তাহলে গোটা পৃথিবী আমাদের হাতের মুঠোয় চলে আসবে।

তুমি ঠিক বলেছ। কিন্তু তার আগে চাচা চৌধুরী আর সাবুকে যমের বাড়ী পাঠাতে হবে। তাহলে রাস্তা সাফ হয়ে যাবে।

রাকা! চাচা চৌধুরী তোমাকে পাথরের চাঁইতে বাঁধার ষড়যন্ত্র করেছে!
ওরা দুজনে কোথায়?
ওরা বড় পাথরের চাঁইয়ের কাছে ঘুমিয়ে আছে।

সুবর্ণ সুযোগ! শত্রুরা আমার ওপর হামলা করার আগে, আমি ওদের ঘুমন্ত অবস্থাতেই জবাই করে ফেলব।

সাবু টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে!

আর আমি বুড়োর ওপর রিভলবার খালি করে দিয়েছি।
ঠাঁয়!
ঠাঁয়!!
ঠাঁয়...

?

হা: হা!!

তোমরা বেঁচে আছ?

চাচা চৌধুরী আমাকে বোকা বানিয়েছে। কাপড়ের নীচে গাছের গুঁড়ি?
আর ঐদিক মাথায় বালিশ?
চাচা চৌধুরীর মগজ কম্পিউটারের চেয়েও প্রখর।

আমি এখনও তোদের মারতে পারি।

ববররাহ!
ওর আঘাত সাপের ছোবলের চেয়েও ক্ষিপ্র!

ধড়াকক!
চল! এবার এটা চেখে দ্যাখ!
আউ!

সাবু রাকাকে ঠেলে পাথরের চাঁইয়ের দিকে নিয়ে গেল।
অগগরহহ!

এই শেকল-গুলো খোল!
এখন তুমি কিছুদিন বিশ্রাম কর!

রাকার ঝামেলা মিটল।
এখনও মেটেনি সাবু! ও শেকল ভেঙে যে কোন মুহূর্তে পালাতে পারে, আমাদের প্রফেসর জাকের কাছে যাওয়া উচিত।

ওটা আমার বন্ধুর ল্যাবরেটরি!

প্রফেসর জাক! আকাশে কি খুঁজছ?
আমি একটা নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছি।

আমি ঐ নতুন গ্রহের নাম দিয়েছি জালুবার! তারপর? চাচা চৌধুরী, হঠাৎ কি মনে করে?
ভয়ঙ্কর ডাকাত রাকাকে আমরা এমন এক জায়গায় পৌঁছতে চাই, যেখান থেকে ও আর ফিরে আসতে পারবে না।

জালুবারে
কিছু
নাকেন? ওটা
জায়গা! ওখানে রাকা
কারও ক্ষতি করতে
পারবে না।

বাচ্চারা রাকাকে বন্দী দেখে ওর ওপর পাথর ছুঁড়তে শুরু করল।
হা! হা!
রাকার রাগ যত বাড়তে লাগল, বাচ্চারা ততই হাসতে লাগল।
অগগর.রাহহ!
হৃষ্টপুষ্ট শরীরের এক জোরদার ঝটকায় শেকল ছিঁড়ে পড়ল।
রাকা বাচ্চাদের তুলে আকাশে ছুঁড়ে দিল।
যতক্ষণ না আমি ১০০১ জন লোককে মারছি, ততক্ষণ জলস্পর্শ করব না।

এক জনসভায় —
এরা সবাই মালিকের অতিথি।
ভাইসব! ভোটের আগে সরকার যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তার একটাও পালন করেনি।

হঠাৎ রাকা জনতার ওপর মেশিনগান চালাতে লাগল।
পালাও!
ওরে!
পালাও!

যা ভয় করেছিলাম, ঠিক তাই হয়েছে। রাকা পালিয়েছে।

ঐ যেও! ও প্রচুর লোককে মেরে ফেলেছে।

ট ট ট ট হ হ!!

ভালই হয়েছে
তুই এসে গেছিস!
তোর সাথে হিসাব
বরাবর করতে
হবে।

ধাড়ড়!
এবার তোর মুণ্ডু ফেটে যাবে!

তোর হাড়গোড় গুঁড়ো করার জন্য এই গাবাটেই যথেষ্ঠ!

আর আগে এটা সামলা!
মড়াকক!

সাবু সর্বশক্তি প্রয়োগ করে ভারী রাকাকে তুলে নিল।
ওর হাতটাকে কাবু করতে পেরেছি!
আঃ!

আমাকে নীচে নামাও!... আমাকে নীচে নামাও!
ওকে প্রফেসর জাকের ল্যাবরেটরির দিকে নিয়ে চল। ওখানে রকেট তৈরী আছে।
নীচে নামাও আমাকে!
সাবু! আমি ল্যাবরেটরিতে যাচ্ছি।
ধড়াম!
আমাকে এখানে কেন এনেছ?
প্রফেসর জাকু! সাবু মাকেটো রাকাকে বন্দী করে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এবার রকেটকে অন্তরীক্ষে পাঠাও।

দশ--নয়--আট--
সাত---ছয়---
--পাঁচ----
আমাকে বাইরে বের কর! আমাকে বের কর+----
বিদায়!

--চার--তিন--
--দুই--এক--
--শূন্য!

রকেট শূন্যে উঠেছে!
বিদায় রাকা!

রকেট অন্তরীক্ষে অনেক দূরে চলে গেলে রকেটের ভেতর থেকে একটা ক্যাপসুল বেরিয়ে এল।

ক্যাপসুল নির্জন গ্রহ জালুবারে নামল।

দরজা খুলে গেল, রাকা বাইরে বেরিয়ে এল।
এ আমি কোথায় এলাম?

ও চারিদিকে ঘুরে বেড়াল!
কেউ আছ? ...উত্তর দিচ্ছ না কেন?

মনে হচ্ছে আমি ছাড়া এই গ্রহে অন্য কোন জীব-জন্তু নেই।

ধড়াকক্
এটাই আমাকে এখানে এনেছিল!

রাগে বুদ্ধিভ্রংশ হয়। রাকা অন্তরীক্ষ যানকে ভেঙে ফেলেছে, ফলে ও গ্রহ থেকে ফিরে আসার ওর যেটুকু আশা ছিল, তাও গেল।